নজমূল-কাব্য

তৃতীয় খণ্ড

নজমূল হক চৌধুরী

সম্প্রীতি প্রকাশ

সূচি

কাব্য ৭
শ্রীকৃষ্ণের মায়াছল
(গীতিনাট্য) ৩২
ঈদ মোবারক
(গীতিকথিকা) ৪৭
গান ৫৩
গীতিতরঙ্গ ২১০

মানব-সম্মান

স্রষ্টার পরে যেজন আসীন সেই তো মহামানব,
মানুষের লাগি এত আয়োজন, ভুবন ভরা বিভব।
মানুষের উর্দ্ধে নেই কেউ আর,
সে-ই প্রতিনিধি একক স্রষ্টার,
স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ গুণগান হলো মানুষেরি কণ্ঠে স্তব,
মানব- কর্মে ফুলসম ফোটে বিশ্বপতির গৌরব॥

বিশাল পৃথিবী বুক মেলে ধরে মানুষেরি পদতলে,
সপ্ত-মহাসিন্ধু সর্বদা স্থির তৃষ্ণার ঠান্ডা জলে;
সুগন্ধ কুসুমে বল্লরী -বেণী
সজ্জিত করে দোলে তরু শ্রেণি,
নব বর্ষ আনে ক্ষুধার সম্ভার পুষ্টিকর ফসলে,
মানুষেরি পথে বসন্ত বিহরে শোভাময় পুষ্পদলে॥

সবুজ শ্যামল করে ঠাঁয়ে ঠাঁয়ে গিরি-বন-প্রান্তর
মানব-আনন্দে করলেন স্রষ্টা ধরণীরে সুন্দর;
নয়নে বহাতে তৃপ্তির ধারা
কুঁড়িসম ফোটে নীলিমায় তারা,
পুষ্পগাঁথা হয়ে বনলতা দোলে সৌন্দর্যে নিরন্তর,
মানব- মনে শান্তি আনয়নে গীতি রচে নির্ঝর॥

রবি শশী তারা সন্ধ্যা সকাল গন্ধবহ সমীরণ
সবে যার যার বৈভবে মিটায় মানুষেরি প্রয়োজন।
অগ্নিদগ্ধ হয়ে সৃষ্টিকাল হতে
সূর্য আলো ঢালে মানুষের পথে,
দাহ্যজ্বালা নিয়ে চন্দ্র নির্বাক—আলোকিত অনুক্ষণ,
মহামানবের কর্মযজ্ঞে আনে জ্যোতির্ময় উদ্ভাসন॥

খামারে ফসল, গাছে গাছে ফল মহামানবের লাগি,
সঞ্চিত করে ঈশ্বর বলেন, "আমি আছি সদা জাগি।"
মানুষের লাগি কোটি রূপ ধন
তিনি সৃষ্টি করে, ভরায়ে ভুবন
সেবকের মত ভোজন- পিয়াসে হয়ে কত অনুরাগী
আছেন সমক্ষে চির জাগ্রত,— বিরহের সমভাগী॥

মানুষেরি তরে পবন হয়ে স্নিগ্ধ শান্ত সরস
ক্লান্তি নাশতে আনে মধুময় স্নেহ-ঝরানো পরশ!
মানুষের তরে স্রষ্টারি হুকুম
সৌরভ নিয়ে ফুটবে কুসুম,—
প্রদীপ্ত সূর্যের রৌদ্র-দহনে ধরণী হলে কর্কশ
শ্রান্ত মানুষের নয়নে বুলাতে নিশি হবে তন্দ্রালস॥

ফাগুনের পরে গ্রীষ্ম ফোটায় প্রাণের নব পিয়াস,
নারী- সৌন্দর্য যৌবনে করছে পুরুষচিত্ত উদাস!
নর আর নারী প্রেমালয় বেঁধে
বিরহ ভুলছে মন-প্রাণ সেধে;
জীবন- সম্মত হয়েছে যদি উভয়ের গৃহবাস
সন্তান প্রদানে ঈশ্বর করেন মহানন্দ প্রকাশ॥

এই পৃথিবীরে স্বয়ং স্রষ্টা মানব-সম্মান স্মরি
ফুল ও ফসলে গড়লেন হেন চির-সুন্দর করি।
প্রভাত বিলায় চিরদিন আলো,
স্নিগ্ধ কিরণে চন্দ্র বাসে ভালো;
আদেশ অমান্য করছে না কেউ বিপুল ভুবন ভরি,
মানব- সেবায় প্রত্যেকে চলছে স্বীয় কর্মপথ ধরি॥

স্রষ্টার বিশাল বিচিত্র সৃষ্টিতে মানুষ যে মহাজন
সবখানে হেরি প্রাচুর্য অশেষ, পরিপূর্ণ আয়োজন।
মেঘরাশি ঢালে বৃষ্টি নিরবধি,
তৃষ্ণা নিবারণে বাধ্যগত নদী;
যত না সম্ভোগ তত খাদ্য-স্বাদ, ততরূপ সাধু ধন;
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-সাধ প্রত্যহ অশেষ, পরিমিত আপ্যায়ন॥

ধুলা ও কাদায় গড়ে ধরণীরে নাই দিলে ভগবান
দুলত না লতা, ফুটত না ফুল ছড়িয়ে মধুর ঘ্রাণ!
শ্যামল হল যে ধরার এ ধূলি
এত যত্নে হয় প্রেমে কোলাকুলি,
শস্য আনে ভোগ, তরু দেয় ছায়া, পাখিসব করে গান;
সকলে অধীন মহামানবের, মানুষ কী মহীয়ান!!

বাসে ভরা ফুল, তরঙ্গ দোদুল, তটিনীর কূলে কূলে
বসন্ত বিহরে অনুদান নিয়ে, লতা বাড়ে হেলে-দুলে!
সবে হয় নিতি সম্পদে নবীন,
মানুষের তরে, ভোগের অধীন;

মানব- সম্মান হেরি কত বড়, আনন্দ - জোয়ার তুলে
সব সৃষ্টি তোষে মানবের মন, বুক ওঠে গর্বে ফুলে॥

ফুল হয়ে ফুটে আড়ালে দোলে বনের কাঁটার জ্বালা,
সে ফুল বাসরে নববধূ গেঁথে উপহার দেয় মালা!
ফুল দিয়ে শাখা রিক্ত হয়ে খুশী,
গন্ধে মানুষের মন যায় তুষি;
পরিশেষে ফুল মলিন ধূলায় পদতলে হয় পালা;
বিলাপ করে না, আবার ফোটে ভরাতে নারীর ডালা॥

এত অধীনতা মানুষের তরে, বিশাল সৃষ্টিতে সবই
কেউ ঢালে জল, কেউ দেয় ফল, কেউ দেয় সুরভি।
পশু-পাখি হচ্ছে মানব-আহার,
হচ্ছে উপাদেয় ক্ষুধার সম্ভার;
সেবাযত্ন নিয়ে বাকশক্তিহীন দাঁড়ায় চন্দ্র-রবি,
ম্লান হতে যেন না পারে কভু মহামানবের ছবি॥

মানুষ যে পাপ করে না ধরায়, একথা সত্য নয়;
মহামানবও করে হেথা দেখি চরিত্রের অবক্ষয়।
তাই বুঝি হরি ননী করে চুরি
সারা ব্রজপুরে বাজালেন তূড়ি!
দেখালেন তিনি, মানব- স্বভাবে যা-কিছু পাপময়
স্রষ্টারি দেওয়া; তবে পুণ্য কর, পুণ্যে থাকো নির্ভয়॥

পাপী মানুষই মহা- মহীয়ান, সর্বাপেক্ষা পুণ্যচিত;—
হরিরও কণ্ঠে যুগে যুগে হয় মানব- মহিমা গীত।
পাপী মানুষই অর্জি গুরুজ্ঞান
প্রতিষ্ঠা করছে বিধির বিধান;
পাপী মানুষই মহত্ত উপার্জি ঈশ্বরে করছে প্রীত;—
ঈশ্বরের হয়ে রাজ- সিংহাসনে মানুষই অধিষ্ঠিত॥

মানব- সম্মান রক্ষার হেতু হয়ে কৃষ্ণ হয়ে রাম
অবতার রূপ নিলেন ঈশ্বর, এলেন এ ধরাধাম।
মানুষের সাথে রচে তিনি যোগ
দুঃখ-কষ্ট- সুখ করে উপভোগ
নিরীক্ষণ করে দেখেন আপন মানবীয় মনস্কাম;
মানব- সন্তান হয়ে মানুষেরে করলেনও প্রণাম॥

মানুষ কত যে মহীয়ান, ভাই, চিন্তা করলে বুঝি,—
যে ঈশ্বরকে নম্র- নত শিরে আমরা মানব পূজি

সেই মানুষের আলয়ে ঈশ্বর
জন্ম নিয়ে হন শ্যামসুন্দর!
আহ্লাদ করেন পিতার আদর জননীর স্নেহ খুঁজি,
চরণ ছুঁয়ে প্রণিপাত করেন ভক্তিভরে সোজাসুজি॥

স্বর্গ-সুখও ঈশ্বরের কাছে লাগল না কি মধুর?
জননীর করা স্নেহাদরে হত হৃদয় বেদনাতুর!
অবতার রূপ নিয়ে বুঝি তাই
গোপিনীর যাদু হয়ে নেন ঠাঁই?
গোকুলের সেই চারণ-ভূমিতে সে কথায় ঝরে সুর;
দেখেন, মাতৃ- সোহাগে হয়েছে ধরণীও ভরপুর॥

সেই ব্রজধামে, গোপ-রমণীর কোলেতে জন্ম নিয়ে
কী ধন্য যে হলেন ঈশ্বর, জননীর দুগ্ধ পিয়ে!
সাধারণ গোপী হলেন জনক,
তাঁরি গৃহে হন ঈশ্বর জাতক!
হায় রে মানব! তোমার মহত্ত, তব আদর্শ ছড়িয়ে
ঈশ্বরের সৃষ্টি উচ্চশিরে আছে যুগ যুগ দাঁড়িয়ে॥

মানুষ হয়ে চেষ্টা কর তবে কর্মে হতে মহাপ্রাণ,
দেবতা বৃন্দ বাধ্য হয় যেন গাইতে মানব- গান।
এই পৃথিবীর মাঠ ভরা কাজে
স্রষ্টা বিরাজেন মানুষেরি মাঝে,
স্রষ্টাও করেন মানব-বন্দনা হলে সে পুণ্যবান,
সে মানুষ হলে পাপে ধৃষ্টজন স্রষ্টারই অসম্মান॥

গান

গোলাপ মালতী ফুটিল।
কুসুম- সৌরভে ডাকে কুহু-কেকা, প্রভাতী তিমির টুটিল॥
ওঠো জাগো ওগো নববধূ বালা,
খোঁপার ফুলের নিয়ে চলো ডালা,
তব সে আঁচলে চুমাবে বলে
বিনিদ্র সমীর ছুটিল॥
তোমার বেণীতে দুলবে বলে চাঁপাফুল মধুবাসে
সন্ধ্যা ফোটা রজনীগন্ধারে চোখ টিপে টিপে হাসে!
উপুড় খেতে গো তব ঘনকেশে
দক্ষিণা আকুল দূর হতে এসে;
সে-কথায় লেখা কোকিলের গানে
কাননে ভ্রমর জুটিল॥

এস বনমালি

এবার শরতে যমুনা-কূলে ফুটলে বেলি শেফালি
তুমি এস বনমালি।
আপন হাতে সে কুসুম তুলে ভরায়ে দিও এ ডালি,
তুমি এস বনমালি॥

চন্দ্রা- ললিতার চোখে দিয়ে ফাঁকি
যুঁথীর পরাগে রাঙায়ে এ আঁখি
আমি রাধিকা আসব কেমনে, জানি সে চাতুরালি
তুমি এস বনমালি॥

যে পথে তুমি আসবে, মাধব, বাজায়ো না তব বেণু;
গোলাপ চাঁপা হাসলে হাসুক্, ঝরলে ঝরুক্ রেণু!

ফুলের হাসিতে প্রাণে রং লাগে,
মুকুল শিহরে কোমল পরাগে!
দুলালী দক্ষিণা শুষ্ক পাতায় দিলে দিক্ করতালি;
তুমি এস বনমালি॥

তোমারে দেখতে বন-শাখায় ফোটে যদি নব ফুল
মোর হাসিতে সমীরণ হলে রসায়িত অনুকূল

হোক তবে তাই, আমরা দুজন
নির্জনে শুনব পাখির কূজন;
আভাস পেয়ে ব্রজের নারীরা দেয় যদি দিক্ গালি,
তুমি এস বনমালি॥
আমার আসার পথের কুসুমে সৌরভ দিও মাখি,
ভরা যেন থাকে গন্ধ মুকুলে ব্রজের সকল শাখী।

সহসা দাঁড়ায়ে তব পাশাপাশি
নীচু কণ্ঠে আমি দেবো এক হাসি,
সেই হাসিতে ফুলেরা দুলবে আনন্দে সুরভি ঢালি;
তুমি এস বনমালি॥

আমাকে দেখে কাঁটালি চাঁপার দোলে যদি বল্লরী
কোকিল কোয়েলা প্রেম-আবেশে করে যদি জড়াজড়ি
তবে তাই হোক্, নৃত্য-বিভঙ্গে
যমুনা দুললে দুলুক তরঙ্গে
সবাই চকিত হয় যদি হোক মিছামিছি খালি খালি!
তুমি এস বনমালি॥

গান

সেদিনো তোমারে দেখেছি সজনী কুসুমে ভরাতে ডালা।
খোঁপার ফুল- গন্ধে জেগেছে সেই পুরাতন জ্বালা॥

ভুলে গেছ কত তোমার খোঁপাতে
দোলায়েছি ফুল আমার এ হাতে,
কত যে তুমি প্রতীক্ষা করেছ মোর হবে বলে বালা॥

সে দিন অতীত, সেই বন- ডালে ফোটে সে গন্ধফুল,
সুরভি পেলেই মন ছুটে যায় ভ্রমরের সমতুল।
তুমি যে আজি অপরের প্রিয়া,
সেই বিরহে কাঁদে মোর হিয়া,
হিয়া যদি হায় কুসুম হত ঝরে পড়ে হত পালা॥

গান

শুকালো, প্রিয়, মিলন- মালার কতবার ফুলগুলি।
ফুলের ফাগুন বিদায় নিয়েছে, উড়ে গেছে বুলবুলি॥
তুমি যে আসলে না সেই বিরহে
বনফুল ঝরায়ে পবন বহে,
সুখের হল না মালতীর সনে ভ্রমরের কোলাকুলি॥

চাঁদের প্রদীপ জ্বালিয়ে রজনী চেয়েছিল আসবে বলে,
আমার আঙিনা পিছল হয়েছে কতবার আঁখিজলে।
তুমি যে এলে না, বলে ঝরা-পাতা,—
"সে-বেদনা থাকুক্ আঁখিজলে গাঁথা।"
উঠুক্ না তাতে কূল-ভরা নদী নিরবধি আকুলি॥

গান

আমার বেণীতে আন্‌লে ফুল কি দোলাতে?
ওগো অতিথি! গাও কি গীতি
প্রেম-বিরহে বাঁধা দ্বার খোলাতে?
স্মরণে আসে আসে হে প্রিয়
ডেকেছি বসন্তে হৃদয় সেধে,
সেই বিরহে মেঘ বারি ঢেলে
শাওনে গগনে বেড়ায় কেঁদে।
এলে না বসন্তে, নিলে না সে মালা,
আমি ঝরাফুল আজ মলিনা বালা;
শোন হে কবি! নেই সে সুরভি,
গেয়ো না আর গীতি মন ভোলাতে॥

স্মরণে আসে আসে হে প্রিয়
রাধিকা ডেকেছে কত মাধবে,

মাধব শোনাত শুধু বেণুসুর,
ছলনা করেছে ফুল- সৌরভে!
সে মাধব খোঁজে যবে প্রেম-মালিকা
রাধা নয় চঞ্চলা শ্যাম- সাধিকা;
শোন হে কালা! ভেঙে গেছে ডালা
কত সে কাঁটা সয়ে ফুল-তোলাতে॥

গান

(সখি) আমি রাধা পাব না কভু মুরারি মাধবে।
আমি তারে চাই কাছে, সে কেবলই গাছে গাছে
ফুল ফুটিয়ে রাধা নামে কুহরে বেণুরবে॥
শুনি যেন গো ব্রজের কূলে বাজায় বাঁশি মাধব,
আমার বিরহে করুণ সুরে যমুনা নদী নীরব,
নদীকূলে যদি গেলাম বালা
শুনি গোকুলে কাঁদে সে কালা,
ব্রজের কাননে পুষ্প মলিন বিরহের অনুভবে॥

যেদিন প্রভাতে মাধব যায় গো সুদূর পুণা ও কাশী
সেদিন সন্ধ্যে নদীকূলে শুনি বাজে গোকুলের বাঁশি!
মুরারি মাধব হয়তো দেবতা
ফুলে ফুলে শাখারে কওয়ায় কথা;
বুঝি না, মাধব আমার মত নারীর কখনো হবে॥

গান

শ্যাম হে! আমি ললিতা বৃথাই
হয়েছি গোপিনী যুবতী।
আমি হলুম না তোমার বধূ,
তুমিও হলে না গৃহ-পতি ॥
মুরলির সুরে মনে হয় গো
তব প্রেমে আছে স্বর্গ-সুখ,
সেই বিরহে ভুবনে ভুবনে
জনম জনম ভাঙা রবে বুক।
স্বর্গেও গিয়ে মিটবে না কভু
তোমার প্রেম-বিরহের ক্ষতি॥
যে সুরে শাখে মুকুল ফোটে,
যে সুরে কুসুমে কুঞ্জ ভরে,
তব যে সুরে উতলা হাওয়ায়
বন-বল্লরী মুঞ্জরে,

সেই সুর মম হৃদয়-কূলে
আছড়ে পড়ে জনম জনম,

কঠিন বিরহে স্মরণ করায়
তুমিই স্বর্গ- সাধনে পরম।
জীবনের করে তোমায় পাব
হলাম না হায় তেমন সতী॥

গান

কত ফাগুনের ফুলে গাঁথা মালা
কতবার শুকালো।
সমব্যথী হয়ে ভুবন ভরায়ে
রবি-শশী দিল আলো॥
কার লাগি হায় কানন ভরায়ে
কুসুম আকুল সুরভি ছড়ায়ে?
নিশি শেষে গেঁথে তারার মুকুল
কত যে বাসলো ভালো॥
কার সে বিরহে পূর্ণিমা গগনে সৃজিল আলোক ধারা?
কত আলো নিয়ে প্রভাত লুটায়, রইল সে পথহারা।
প্রণয়ে কি তার জাগে এত শোক
যার প্রেমে শশী সৃজিল আলোক;
এত হাসি ঝরে গগন-কূলে,
তরঙ্গ সম হারালো॥

কীর্তন

আমি রাধা যাব আজি একা নদী কূলে।
শ্যামের রাখালি বাঁশি
কেন এত সর্বনাশী?
বাজে যবে সুর শুনে ভুবন যাই ভুলে॥
বাঁশি যবে বাজে কেন শূন্য ডালে ফুল
ফুটিয়ে ফুটিয়ে হেরি দক্ষিণা আকুল?
অন্য কোন কুলবতী গোপিনীর নামে
বাজলে শ্যামের বাঁশি
কেন গো কুসুমি হাসি
হাসে না কাননে শাখা সারা ব্রজধামে?
রাধা নামে বাঁশি যবে
বাজে কূলে গৌরবে
ব্রজ-বন ভরে নব রাঙা ফুলে ফুলে॥

যায় যদি এ সংসার যায় যদি কুল
যাক্, তবে হয়েছিল বিধাতার ভুল।
হয়তো হবার কথা মাধবের বধূ,—
তাই যবে বাঁশি বাজে

এ মন বসে না কাজে,
এ বুকে উথলে শত জনমের মধু!
যত ছন্দ মম অঙ্গে
দোলে সুর- তরঙ্গে
তত ছন্দেও ওঠে না গো গঙ্গা দুলে দুলে॥

মহামনিব

হে বিশ্ব-স্বামী! ওগো রাহমান! তুমি কত সুন্দর,
চৈত্রের মৃত নীরস জমিনে বৃষ্টি ঢালো ঝর্‌ঝর্;
প্রাণের সঞ্চার করে দাও তুমি,
শ্যাম-বর্ণে হয় প্রান্তর কুসুমি,
মরা মহীরুহ হয় পল্লবিত, সজ্জিত রাঙা ফুলে!
আবার পাখির বন- সঙ্গীতে ফুলোদ্যান ওঠে দুলে॥
পুনর্বার দেখি বসন্ত আসে, চন্দনফুল-সুরভি
ছড়িয়ে কী খুশী ক্লান্ত সমীর, কত যেন গরবী!
বাসন্তী প্রসূন আবার ফোটে,
রাঙা ফাগ মাখে কপোলে ও ঠোঁটে,
কুহু কুহু তানে গীতালি জমায় কোকিল, বনের কবি;
চারদিকে বসে আনন্দ - জলসা, যা ছিল মুলতবি॥

ক্ষুধা সনে তুমি পিপাসা দিলে, দিলে সুধাসম জল,
বৃক্ষ ও লতারে করলে অধীন, উৎপাদে রসাল ফল।
তৃণ পচনে উর্বর হয়ে মাটি
সর্বদা যোগায় স্বর্ণশস্য-আঁটি,
পূর্ণ সম্ভোগে জীবন যাপিত, অন্নে সকলে ধন্য,
আনন্দ - আহ্লাদ - আশ্বাসে পৃথ্বী চিরদিন প্রসন্ন॥
রজনীর অন্ধ তিমিরে যখন সৃষ্টিকুল নিমজ্জিত
দিবসের ক্লান্ত সকল প্রাণী নিদ্রিত আনন্দ-চিত।
প্রভাতী উচ্ছ্বাসে নবারুণ রাগে
শক্তি ও সামর্থে আবার জাগে,
শ্রান্ত ধরণীরে সুস্থ করে তোলে ধাত্রীসম ঘন রাতি,
সূর্যালোকে পুনঃ বিশ্ব হসিত, আনন্দের মাতামাতি॥

চাঁদের কিরণে কী শক্তি দিলে মুকুল ফোটাতে শাখে,
বুঝি না কেমনে চিকনাই কুঁড়ি সর্বাঙ্গে সুরভি মাখে!
কাঁচায় যখন তেতো রসে কড়া
পাকে যবে দেখি ফল চিনি-ভরা,
আলো ও বাতাসে সব তরু পায় সমান স্নেহের ছিটা,
সেই ছিটাতে সব ফল পুষ্ট— চিনিতে সমান মিঠা॥
পরম কোমল অছোঁয়া স্নেহ আলো ও বাতাসে মেখে

সকল ভুবনে কৌশলে দাও সকল সৃষ্টিতে রেখে।
স্নেহ হচ্ছে রবি- শশীর কিরণ,
প্রাণী- তরু শ্রেণি করছে শোষণ;
তোমার সোহাগ বিপুল পৃথ্বীর সকলে করছে ভোগ,
প্রয়োজনমত ধন্য হয় সবে, কারো নেই অভিযোগ॥

আমারে তুমি পাঠালে ধরায়, যা-কিছু সাহায্য লাগে
সুন্দর বিন্যাসে রাখলে সাজায়ে আমার আসার আগে।
যে দুগ্ধ শিশুর তরল খাদ্য
শ্রেষ্ঠ বলশালী, পরিপাক সাধ্য,
মাতৃ - স্তন্যে সঞ্চিত করে বহাও ঝর্ণাধারায়,
পুষ্টি ও বৃদ্ধির সর্বোত্তম সুধা, অবাধ ক্ষুধা-তৃষ্ণায়॥
বহু বর্ষ হেথা বসবাস করে লাগবে আনন্দহীন,
দুঃখ-যন্ত্রণা- ঝঞ্ঝাটে হবে মন-প্রাণ উদাসীন।
যৌবন দিলে তাই মধ্য জীবনে,
দিলে প্রেম-মধু, ফুর্তি, জাগরণে,
দিলে প্রৌঢ়ত্ব, নীরস বার্ধক্য, সম্পূর্ণ ভোগ-প্রাপ্তি;
অবশেষে দিলে অনন্ত প্রয়াণ, জীবনের সমাপ্তি॥

বিপুল সৃজন পালনে নও পরমুখাপেক্ষী তুমি,
যাকেই পাঠাও, ঠাঁই পায় হেথা, উদার তোমার ভূমি।
লালন-পালনে যতটুকু দরকার
প্রয়াস- সাধিত সৃষ্টিতে তোমার,
অদৃশ্য তুমি থাকো না যতই, মুক্ত হস্তে দাও দান;
অকৃপণ স্নেহে পালছ সবারে, বুঝাও তুমি মহান॥
যেমন সুন্দর মহাসৃষ্টি তব, সুন্দর তুমি মনিব,
সর্বযুগে তুমি স্বাধীন কর্মঠ, অমর চিরঞ্জীব।
সর্বদা নবীন, প্রজ্ঞায় প্রবীণ,
জাগ্রত দয়ালু, নিদ্রাবিহীন,
ক্লান্তি স্পর্শে না তোমায় কদাচ, অজেয় অনাদিকাল;
তব সৃষ্টিরে বিঘ্নিত করবে—কী আছে হেন ভয়াল?

সবাই যখন বিধান- শাসিত, সজ্ঞানে সাবধান,—
আনন্দ- বিষাদে সঙ্গীতে তখন স্বাধীন মুক্ত-প্রাণ॥
একদিকে সৃষ্টি শাসনে সরল
বৈধ প্রতিষ্ঠায় অভয় প্রবল,
অন্যদিকে দেখি আকাশ বাতাস একা কারো জন্য নয়,
সৃষ্টিতে সবার সম- অধিকার, সম্ভোগে দেখি না ভয়॥
মহাসৃষ্টি যদি বিড়ম্বিত হয় তোমারি অসম্মান,

তুমিই পালছ অভিভাবকত্ব, নিজ হাতে পরিত্রাণ।
সৃষ্টিকুল তব করে মাতামাতি,
তুমি জ্বালিয়ে চাও সূর্যের বাতি,
সৃষ্টির উল্লাসে গর্বিত তুমি,— সীমাহীন প্রয়োজন,
প্রদান যখন অব্যয় অসীম, অক্ষয় তব ধন॥

গান

প্রিয় তুমি আসবে বলে আমি রাঙায়েছি আঁখি।
সে-কথায় বকুল-বনে কুহরি ওঠে পাখি॥
নিশি জেগে যদি পড়ি ঘুমিয়ে
জাগায়ো খোঁপার কুসুমে চুমিয়ে,
এমনি করে প্রতি রাতে আমি একেলা জেগে থাকি,
(আজো) রাঙায়েছি আঁখি॥

নিশি নিশি আমি জেগে থাকি বলে কাননে ফুলেরা সবে
দুলে দুলে মোর সাথী হয়ে জাগে সুমধুর সৌরভে।

আসার ও-পথে পুবালি বাতাস
ছিটায় আনন্দে গোলাপের বাস,
চাঁপাফুল ফুটে দোলে পথ-পাশে তনুতে সুরভি মাখি,
(আমি) রাঙায়েছি আঁখি॥

গান

ও কে বালা নূপুর পায়ে
চলে আনন্দিনী।
কার তরে হয়েছে হেন
প্রেমানুরাগিনী?

এমনিতে দক্ষিণা অলস,
দেখে তার কাঁচা বয়স
দোদুল অঙ্গে ঢলে পড়ে
আবেশে উদাসিনী॥
খোঁপায় গাঁথা ফুল-বাসে
গুনগুনিয়ে ভ্রমর আসে,
রাঙা গালে চুমিয়ে বলে,
" চিনি গো তোমারে চিনি॥"
আঁখিতে ওর পড়লে আঁখি
কুহরি ওঠে ডালের পাখি,
হাসিতে ওর তরঙ্গে দোলে
কুরঙ্গে তটিনী॥

গান

তোমার পথে চেয়ে, প্রিয়, নিশি হলো ভোর।
প্রেম-তৃষায় মন মরু, ঝরে আঁখি-লোর,
নিশি হলো ভোর॥
আমার সনে আঁখি মেলে
শশী চায় আলো ফেলে,
মৌটুসী চায় গন্ধ ঢেলে
খুলে নিয়ে দোর॥
গোলাপ চাঁপা আধো ঘুমে
মলিন চেয়ে বনভূমে,
সে ব্যথায় কুসুমে কুসুমে
ভ্রমরী বিভোর॥
খোঁপায় গাঁথা তাজা ফুল
সৌরভ দিয়ে কী আকুল!
বাসী হলো যুঁথী- বকুল
সেই ফুল-ডোর॥

গান

তব লীলাভূমি ব্রজ-গোকুলে যেতে পারি না, মাধব।
আজো যেথা তব মাধবী- বনে ফুল ঢালে সৌরভ॥
তব শ্যাম রূপ তব সেই হাসি
দেখে ধন্য হল কত ব্রজবাসী;
তব প্রেমে পড়ে কত যে গোপিনী
করল কী গৌরব॥
আজ মনোব্যথা তোমারে বলিতে
স্মরণে আসে রাধা ও ললিতে;
যারি বাঁশি শুনি স্মরণে আসে
গোকুলের বেণুরব॥
তুমি নাই আজি, যমুনা নদী
তব স্মৃতি লয়ে বয় নিরবধি;
তব কৃষ্ণ নাম আজো সে করে
কুলু কুলু সুরে স্তব॥

কীর্তন

সখি কৃষ্ণ গেল মথুরা ধাম।
কুসুম-সম ঝরিল আমার
শ্রী রাধার মনস্কাম॥

রাধার প্রেমে কৃষ্ণ যতদিন
ছিল বিভোর ছিল দরদী

কৃষ্ণ নাম সনে রাধিকা নামও
স্তব করিত যমুনা নদী।
আজ যে নীরব শ্যামের গোকুল
মুরলির সুরে যে ফোটে না ফুল
যমুনাও নহে রাধা-কৃষ্ণ নামে
কলকণ্ঠী অবিশ্রাম॥

আর না কূলে মুরলির সুরে
মাধবী - বিতানে ফুল ফুটিবে,
"কৃষ্ণার সাঁঝে রাধা নীরে গেল"—
আর না হেন গুজব উঠিবে!
সে ফুল তুলিয়া ভরাইয়া ডালা
মালা না গাঁথিব আর ব্রজ-বালা;
রাধিকার নামে আর কেহ গালি
পাড়িবে না অবিরাম॥

সে-কোন্ বিরহে সংসার ত্যাজিনু
কৃষ্ণ বিনে কাহারে কব?
যোগীর বেশে যদি কৃষ্ণ চলিল
আমিও রাধিকা যোগিনী হব।
গেল বধূ কুল, গেল স্বামী-সুখ,
জগতে কাহারে দেখাইব মুখ?
এতদিনে আমি যুবতী বুঝিনু
নন্দলাল নিষ্কাম॥
এই -যে রাধা গ্রহণ করিনু
গোপী-চন্দন- পুষ্পমালা;
আর না রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে
কাঁদিব নিয়ে কলঙ্ক- জ্বালা।
রাধা কৃষ্ণ- কেলি হল যে বন্ধ
ব্রজধামে হের অসীম আনন্দ;
হোক্ তবে তাই, ছাড়িনু ব্রজ,—
জপিব কৃষ্ণ-নাম॥

কীর্তন

স্বয়ং কৃষ্ণ বলিল, সখি, ব্রজে ফিরিবে না আরা
তবে কি এত প্রেমপ্রীতি মোর বৃথা হল রাধিকার?
এতদিন কুলে মাখিনু যে কালি
ব্রজ- গোপিনীর শুনিনু যে গালি
সকলি কি বৃথায় গেল?
মথুরায়, বল, হেন কোন্ নারী
সুন্দরীরে সে পেল?

এ কেমন ভাগ্য- বিধান, বল, কঠিন বিধাতার?
এই -সে কৃষ্ণ যেজন আমায় স্বর্গে ফেলিয়াছে প্রেমে,
যাহার মায়ায় গোপিনী হনু, ধরায় আসিনু নেমে।
কত সে ভুবনে কত জনমে
লাজ-বাস ত্যাজি শরমে ভরমে
কাঁদিনু কৃষ্ণ-প্রেম লাগি;
যুগে যুগে কত নয়ন-বারি
ঝরানু হতভাগী।
এই যে অকূল যমুনা- ধারা মম সেই আঁখি ধার॥

জানি গো কত যে ঋষি-মুনির বেদনা অকারণে
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে কুসুম হয়ে বসন্তে ফুটিল বনে!
স্বর্গে কত দেবী, কত সে দেবতা
কৃষ্ণ-প্রেমে কাঁদে, প্রাণে আকুলতা,
তাহাকেই চাহিয়াছি আমি;
কী হবে, বল, তাহারি বিরহে কাঁদিয়া দিবস-যামি?
তাহার কী গেল আমার রাধার বিরহ শুনিবার?

তাহার মুখে ছিল এত মধু, বুকে কি এতই ছল?
প্রথমে করিল প্রণয়ে আকুল, দিল শেষে আঁখিজল।
মুরলির সুরে ফোটাইয়া ফুল
গন্ধে- বাহারে করিয়া অতুল
দোলাইল আমার কেশে;
আজ কি মোরে ইঙ্গিতে বলিল
যমুনায় যেতে ভেসে?
কৃষ্ণ- প্রেম কি বালির বাঁধন? ঝরা ফুলে গাঁথা হার?

কীর্তন

সখি, কৃষ্ণেরে আমি ভুলিব কেমনে?
চোখের আড়ালে থাকে যবে সে
দোলা দেয় মোর মনে॥
সে বাতাস হয়ে আমার আঁচলে চুমায়,
মধুপ হয়ে খোঁপার কুসুমে ঘুমায়!
ফুল হয়ে সে ফুটিয়া শাখে
পথের বাতাসে গন্ধ মাখে,
তার বুকের বেদনা রাগিণী হয়ে
ঝরে মোর কঙ্কণে॥
তার কত প্রণয়জ্বালা, কামনা ও ছল
এ হৃদয়ে ঝরিয়া হল ভরা আঁখিজল।